ISSN : 2414-3200

Uttara University Islamic Studies Journal

Volume-1 Number-1 January-June 2016

Uttara University

Bangladesh

Uttara University Islamic Studies Journal
Volume-1, Number-1, January-June 2016
ISSN : 2414-3200

বাংলাদেশ সংবিধানে নারীর মৌলিক চাহিদা পূরণে মৌলিক অধিকার প্রসঙ্গ : ইসলামের দৃষ্টিতে একটি পর্যালোচনা

ড. অনুপমা আফরোজ*

সারসংক্ষেপ

মানুষের জীবনধারণ ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য অতি প্রয়োজনীয় কতিপয় অধিকারের নামই হচ্ছে মৌলিক অধিকার। মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসার প্রয়োজন তেমনি পূর্ণভাবে বিকশিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন শিক্ষা ও বিনোদন। অথচ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিনোদন ইত্যাদি বিষয়গুলো থেকে বাংলাদেশের নারীরা বঞ্চিত ও বৈষম্যের শিকার। কিন্তু ইসলামে দৈহিক গঠন ব্যতীত সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যকার কোন ব্যবধান নেই। তাই মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে নারীদের বৈষম্যমূলক অবস্থার পরিবর্তনের প্রত্যাশাই আলোচ্য প্রবন্ধের মূল বিষয়।

ভূমিকা

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কতিপয় অধিকার মানুষের সাথে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত; আর তা হচ্ছে-খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিনোদনের অধিকার। এগুলো ছাড়া মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা এবং নিজেকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এ অধিকারগুলো জন্ম থেকে মানুষের মর্যাদা ও মূল্যবোধের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলেই এটা তার জন্মগত ও মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীদের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীরা নির্যাতন, লাঞ্ছনা ও বৈষম্যের শিকার হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে। বাংলাদেশের নারীরাও এ ধরণের বৈষম্য ও নির্যাতন থেকে মুক্ত নয়। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, কুসংস্কার ও পুরুষ প্রধান সমাজব্যবস্থার কারণে তৃণমূল পর্যায়ে নারীরা লিঙ্গগত কারণে অনেক বেশী অবহেলিত ও নিরাপত্তাহীন। এর অন্যতম কারণ ইসলাম প্রদত্ত নারী অধিকার বাস্তবায়িত না হওয়া। অথচ একমাত্র ইসলামই পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করে সমাজে যথাযথ অধিকার, সম্মান ও মর্যাদা দান করেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে মৌলিক অধিকারের পরিচয়, বাংলাদেশ সংবিধানে নারীর মৌলিক অধিকার ও ইসলামে নারীর মৌলিক অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা, বাংলাদেশ।

মৌলিক অধিকারের পরিচয়

বিশ্বব্যাপী নারী ও পুরুষের মধ্যকার সকল বৈষম্য বিলুপ্ত করে উভয়ের মধ্যে অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ সনদ বা সিডো গৃহীত হয়। যাকে Convention of the Elimination of All forms of Descrimination Against Woman বা সংক্ষেপে সিডও (CEDAW) বলা হয়। এই সনদকে নারীর আন্তর্জাতিক 'বিল অফ রাইটস' হিসেবে অভিহিত করা হয়। সিডও সনদে নারীর মৌলিক মানবাধিকার সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।[১]

উল্লেখ্য যে, মৌলিক অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে তিনটি বিষয় আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। আর তা হলো অধিকার, মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার। যা নিম্নরূপঃ

প্রচলিত অর্থে অধিকার বলতে দাবী বা ক্ষমতা বুঝায়। অধিকার হচ্ছে দাবী এবং দাবীর প্রতি এক ধরনের সামাজিক ও আইনগত স্বীকৃতি।[২]

সমাজে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের এমন কতগুলো স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দাবী যার নৈতিক কিংবা আইনগত ভিত্তি রয়েছে এবং যা মানুষের বিকাশের জন্য প্রয়োজন। এক অর্থে অধিকার আইনের সৃষ্ট নয়; ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে অধিকার লাভ করে।

আইনবিজ্ঞানের ভাষায় অধিকার হলো : কতিপয় স্বার্থ যেগুলো অধিকারের নৈতিক ও আইনগত নিয়ম-নীতি দ্বারা সংরক্ষিত হয়। স্বার্থ হলো মানুষের কিছু সুবিধাজনক অবস্থা, যার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যদের কোন কর্তব্য নেই। কিন্তু যখনই এই সুবিধাজনক অবস্থার প্রেক্ষিতে অন্যদের কর্তব্য থাকে তখন তাকে অধিকার বলা হয়।

মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক জীবনে বিভিন্ন প্রকার অধিকার রয়েছে। সকল অধিকারই মানবসত্তাকে সমুন্নিত ও বিকশিত হওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তারপরও এমন কিছু অধিকার রয়েছে যা সমাজের সকল মানুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। মানুষকে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার ও পূর্ণভাবে বিকশিত হওয়ার জন্য যেসব অধিকার থাকা আবশ্যক সে সব অধিকারের নামই মৌলিক মানবাধিকার।[৩]

---

১. তাহমিনা আখতার, *'মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট'*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ১৩৪-১৩৫; বিচারপতি দেবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, *"বাংলাদেশের নারী সমাজের স্থিতিসত্তা ও আইনগত অধিকার"*,"মানবাধিকার ও উন্নয়ন সমীক্ষা", (ঢাকা: হিউম্যানিষ্ট এন্ড ইথিক্যাল এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৯৯১), পৃ. ২৩-২৪।

২. গাজী শামছুর রহমান, *নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য অপনোদন সংক্রান্ত কনভেনশন (ভাষ্যসহ)*, (ঢাকা: বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা, ১৯৯৪), পৃ. ১৪।

৩. গাজী শামছুর রহমান, *মানবাধিকার ভাষ্য*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

মৌলিক অধিকার বলতে সাধারণত এমন কতিপয় অধিকারকে বুঝায় যা মানবজীবন ধারাকে সমুন্নত ও বিকশিত করে। যেমন:

- **খাদ্য:** খাদ্য মানব জীবনধারা সমুন্নত রাখার প্রধান উপাদান। খাদ্য ব্যতীত মানব জীবনধারা অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। কারণ খাবার গ্রহণ না করলে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না।
- **বস্ত্র :** বস্ত্র মানুষের দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় উপাদান। বস্ত্র দ্বারা মানুষ তার সম্ভ্রম রক্ষা করে।
- **বাসস্থান :** এটি মানব জীবনধারা সমুন্নত রাখার তৃতীয় উপাদান। বাসস্থান মানুষকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দান করে।
- **চিকিৎসা :** মানুষ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রকার রোগ-ব্যধিতে আক্রান্ত হয়। চিকিৎসার মাধ্যমে মানুষ রোগ-ব্যধি থেকে নিরাময় লাভ করতে সক্ষম হয়। তাই চিকিৎসা মানবাধিকারের মূল উপাদান হিসেবে সাব্যস্ত হয়।
- **শিক্ষা :** শিক্ষা মানবাধিকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উপাদান। খাদ্য যেমন মানবশরীর গঠনে সহায়তা করে, শিক্ষা তেমন সমাজ বা জাতি গঠনে সহায়তা করে। তাই শিক্ষাও মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।
- **বিনোদন :** বিনোদন মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। কারণ চিকিৎসা যেমন মানুষের শরীরকে রোগমুক্ত রাখতে সহায়তা করে তেমনি বিনোদন মানুষের মনকে সুস্থ রাখতে সহায়তা করে।

উক্ত অধিকারগুলো একটি মানুষের প্রাথমিক বা মূল অধিকার। তাই বাংলাদেশ সংবিধানের ধারা ১৫ (ক) এ মৌলিক অধিকার হিসেবে অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসা ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে এবং বাংলাদেশ সংবিধানের ধারা ১৫ (গ) এ বিনোদনের উল্লেখ রয়েছে।[৪]

মোটকথা, মৌলিক অধিকার হলো এমন অধিকার যা ব্যতীত মানুষ স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করতে পারে না। এসব অধিকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা ও বিকাশ সংশ্লিষ্ট মৌলিক চাহিদা পূরণের সুযোগ সুবিধা। এসব অধিকার জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নারী-পুরুষ সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

বাংলাদেশ সংবিধানে নারীর মৌলিক অধিকার প্রসঙ্গ

নারী-পুরুষ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিককে মৌলিক অধিকারসহ সমস্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানবিক ও রাজনৈতিক অধিকার বাংলাদেশের সংবিধানে প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে, সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের কোথাও নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন ধরনের পার্থক্য করা হয়নি। বাংলাদেশ সংবিধানে নারীর মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ধারাগুলো নিম্নরূপ:

ধারা- ১৫: (ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারনের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা।

---

৪. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান, ধারা-১৫

(খ) কর্মের অধিকার অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিণাম বিবেচনা করিয়া যুক্তিসংগত মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার। (গ) যুক্তিসংগত বিশ্রাম বিনোদন ও অবকাশের অধিকার।

ধারা - ১৭: (ক) রাষ্ট্র একই পদ্ধতিতে গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামুলক শিক্ষাদানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

ধারা - ১৮: (১) জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন এবং বিশেষত: আরোগ্যে প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। (২) গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

ধারা - ১৯: (১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন। (২) মানুষে মানুষে সামাজিকতা ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্রে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

ধারা - ২৭: সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। **(২)** রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

ধারা ৩৬ : জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, ইহার যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।[৫]

সাংবিধানিক স্বীকৃতির পরও দেশের নারী সমাজ অবহেলিত, বঞ্চিত ও নির্যাতিত। এখনও পরিবার ও সমাজে নারীর খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুষম কোন ব্যবস্থা নিশ্চিত নয়। বর্তমানে বাংলাদেশে মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে বৈষম্য, পরিবার ও সমাজে নিরাপত্তাহীনতা, যৌন নিপীড়ন, নারী পাচার, নারী হত্যা ইত্যাদি সামাজিক সমস্যা জাতীয় সমস্যা হিসেবেই প্রকট আকার ধারণ করেছে। অথচ পরিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, কর্ম, শিক্ষা ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারপরও নারীরা পুরুষের সমান মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারছে না। বাংলাদেশের নারীদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার চিত্র নিম্নরূপ:

---

৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান, ধারা-১৭, ১৮, ১৯ (১), ২৭, ৩৬
[উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত ধারাগুলো হুবহু বাংলাদেশ সংবিধান থেকে উল্লেখ করা হয়েছে।]

১. খাদ্য

জীবন ধারণের অন্যতম মৌলিক উপাদান খাদ্য। খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিবারে নারীরা সাধারণত অবশিষ্ট শ্রেণী হিসেবে গণ্য হয়। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে পুরুষের খাদ্য গ্রহণের পর যা অবশিষ্ট থাকে তাই নারীদের গ্রহণ করতে হবে এ রীতি যুগ যুগ ধরে অব্যাহত রয়েছে। এটা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সংখ্যাগরিষ্ট নারীদের ক্ষেত্রে সাধারণ ব্যাপার হয়ে পড়েছে। কম খাদ্য ও কম পুষ্টি জোগানদাতা পরিবারের খাদ্য বন্টনের ওপর পরিচালিত অনেক গবেষণাতেই দেখা গেছে যে, নারীদের দৈনিক ক্যালোরির ঘাটতি প্রচুর এবং তারা মারাত্মক অপুষ্টিতে ভোগে। পরিবারে পুরুষের তুলনায় নারীদের খাদ্য ঘাটতি বেশী। ক্যালোরি ও আমিষ-ঘাটতির জন্যে মেয়ে-শিশু, ছেলে-শিশুদের তুলনায় অপুষ্টির শিকার হয়, যা থেকে শারীরিক অসুস্থতা এবং দীর্ঘস্থায়ী দুর্বলতার সৃষ্টি হয়। এক জরীপে দেখা যায়, পরিবারে খাদ্য ঘাটতি পুরুষের ১৯.৬%, পক্ষান্তরে নারীদের২২%। ইউএনডিপির রিপোর্টে উল্লেখ আছে যে, পুরুষের ক্যালোরি ও আমিষ গ্রহণ যেখানে ১৯২৭ কিলোক্যালোরি ও ৪১.৪ গ্রাম; নারীদের সেখানে ১৫৯৯ কিলোক্যালোরি ও ৩২.৭ গ্রাম। ছেলে-শিশুরা যেখানে ৫.০% ভাগ অপুষ্টির শিকার; মেয়ে-শিশুরা সেখানে ১৪.০% ভাগ অপুষ্টির শিকার।[৬] খাদ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যকার এই ব্যাপক বৈষম্য নারীর জীবনকে বিপন্ন করছে।

২. বস্ত্র

সম্ভ্রম রক্ষার উত্তম উপাদান হলো বস্ত্র। কিন্তু পোশাক পরিধান ও ক্রয়ের ক্ষেত্রেও ছেলে-মেয়ের মধ্যে বৈষম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। মেয়ের প্রয়োজন ও মতামতকে ছেলের তুলনায় কম গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। গবেষণায় যা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাহলো, শতকরা ৩১.২ ভাগ মেয়ের পিতা-মাতা নিজেদের পছন্দে মেয়েদের জন্যে পোশাক ক্রয় করেন। অর্থাৎ তারা মেয়েদেরকে নিজের পছন্দ মতো পোশাক পরাতে চায়। অপরদিকে ৩০ জন মাতা-পিতা মনে করেন জামা, কাপড়, জুতা ইত্যাদি কেনায় ছেলেদের বেশি অগ্রাধিকার দেয়া হয়; ২৭ জন মনে করেন মেয়েদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।[৭]

৩. বাসস্থান

মানুষের নিরাপদ জীবন-যাপনের জন্য আশ্রয় বা বাসস্থানের গুরুত্ব অপরিসীম। বাসস্থান মানুষকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও সামাজিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে। বাংলাদেশের নারীদের পুরুষের তুলনায় নিরাপদ আশ্রয় বা নিজস্ব বাসস্থানের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের পারিবারিক আইন অনুযায়ী পিতার সম্পদে নারীদের নির্দিষ্ট অংশ থাকলেও অধিকাংশ নারীরা সে অংশ পায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিতা, মাতা ও ভাই কর্তৃক নারীরা

---

৬. খাদিজা খাতুন, লতিফা আকন্দ, জাহানারা হক, শওকত আরা হোসেন এবং ফারজানা নাঈম সম্পাদিত, *নারী ও উন্নয়ন : প্রসঙ্গিক পরিসংখ্যান*, (ঢাকা: উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৫), পৃ. ১১১; আনোয়ার হোসেন, *মেয়েশিশু সামাজিক বৈষম্য ধরন ও প্রভাব*, (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৫), পৃ. ২৯।

৭. আনোয়ার হোসেন, *মেয়েশিশু সামাজিক বৈষম্য ধরন ও প্রভাব*, পৃ. ৫০-৫১।

বঞ্চিত হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়, বিবাহের পর স্বামীর মন যুগিয়ে চলতে না পারলে নারীকে ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়। বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের সংসারে শান্তি রক্ষা করতে অনেক নারীকে বৃদ্ধাশ্রমে যেতে হয়। যা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার। তাই বাংলাদেশের অধিকাংশ নারীরা নিজস্ব বাসস্থানের অভাবে অনিরাপদ জীবন-যাপন করছে।[৮]

৪. চিকিৎসা

বাংলাদেশে মেয়েরা স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও বৈষম্যের শিকার হয়। অনেক সময় দেখা যায়, অধিকাংশ মেয়েদেরকে ঝাঁড়-ফুঁক, দু'আ-তাবিজ, কবিরাজি অর্থাৎ সনাতন চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে চিকিৎসা দেয়া হয়। নারীর চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধি করার জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা সুবিধা দেয়া হলেও মেয়েদের চাইতে দ্বিগুণেরও অধিক ছেলেদেরকে আধুনিক চিকিৎসাকেন্দ্রে আনা হয়। এক গবেষণা জরীপে দেখা যায়, শারীরিক অসুস্থতায় ডাক্তার দেখানোর ক্ষেত্রে মা-বাবা কার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেন-এ প্রশ্নে ১২৬ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১৪ জন (১১.১%) মনে করেন মা-বাবা মেয়েদের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেন। ৮২ জন (৬৫.১%) মনে করেন মা বাবা উভয়ের অসুস্থতায় গুরুত্ব দেন; তবে ৩০ জন (২৩.৮৭%) মনে করে মা-বাবা এখনও ছেলেদের অসুস্থতার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেন।[৯]

৫. শিক্ষা

সামাজিক ও পারিবারিক বিভিন্ন প্রতিবন্ধকার কারণে বর্তমান বাংলাদেশে এখনও ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা শিক্ষালাভের কম সুযোগ পায়। নারীশিক্ষা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করছে। তারপরও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মেয়েদের উপস্থিতি তুলনামূলক অনেক কম। এর অন্যতম কারণ পিতামাতার পশ্চাদপদ মানসিকতা। এক গবেষণা জরীপে দেখা যায়, ১২৯ জন ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ১৫.৫% মনে করে, পিতা-মাতা তাদের পড়ালেখায়

---

[৮]. বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপট ও অভিজ্ঞতার আলোকে নিজস্ব জরীপভিত্তিক মতামত।

[৯]. অন্য এক জরীপে দেখা যায় যে, ৯৭ জন মাতা-পিতার মধ্যে ২০ জন (২০.৬%) মনে করেন তারা মেয়ের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেন, ৪৮ জন (৪৯.৫%) মনে করেন সকলের প্রতি অসুস্থতার সময় সমান গুরুত্ব দেন। তবে ২৯ জন (২৯.৯%) মনে করেন ছেলেদের অসুস্থতায়ই গুরুত্ব দেয়া হয় বেশি। ইউএনডিপি-র ১৯৯৪ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে চিকিৎসার অভাবে কিশোরী মায়েদের সন্তান-প্রসবকালে মারা যাওয়ার ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি থাকে। যেসব কিশোরীর বয়স ১৫ বছর বা বেশী তাদের সন্তান প্রসবকালে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা ২০ বছর বয়সী মহিলাদের তুলনায় দ্বিগুণ; আর যেসব মেয়ের বয়স ১৫ বছরের নিচে তাদের ক্ষেত্রে এই ঝুঁকি পাঁচগুণ বেশি। বাংলাদেশে প্রতি ১০ জনের মধ্যে ১ জনের বেশি মহিলা প্রথম সন্তানের মা হচ্ছে বয়স ১৫ বছর হওয়ার আগে। অথচ এই শিশু বয়সে মা হলেও পর্যাপ্ত চিকিৎসা সুবিধা তারা পাচ্ছে না। ফলে শিশু মায়ের মৃত্যুহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

-গোলাম সাত্তার, সিরাজ হোসেন খান, সাহান শরীফ আহামেদ, *নির্যাস খন্ড-১*, (ঢাকা: গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ, ব্রাক, ১৯৯৫), পৃ. ৬৩; আনোয়ার হোসেন, *মেয়েশিশু সামাজিক বৈষম্য ধরন ও প্রভাব*, পৃ. ৪৬-৪৭; হাসিনা আহমেদ, *বাংলাদেশের নারী ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, (ঢাকা: সনিকে, ১৯৮৯), পৃ. ১৩।

গুরুত্ব দেয়; ৫৩.৫% মনে করে পিতা-মাতা সকল সন্তানের পড়ালেখায় সমানভাবে গুরুত্ব দেয়; ৩১.০% মনে করে পিতা-মাতা ছেলেদের পড়ালেখায় বেশি গুরুত্ব দেয়।[১০]

শহরাঞ্চলে বসবাসকারী পিতা-মাতা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হলেও গ্রামাঞ্চলের পিতা-মাতাদের ক্ষেত্রে এরূপ ধারণা প্রবল।

৫. বিনোদন

বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় মেয়েরা এখন বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মতো অবরোধবাসিনী নয়। তবুও বিনোদনের ক্ষেত্রে একজন মেয়ে একজন ছেলের সমান সুযোগ-সুবিধা পায় না। ইসলামে পুরুষকে নারীর কর্তারূপে স্বীকৃতি দান করার পাশাপাশি নারীর সার্বিক চাহিদা পূরণ করার দায়িত্বও পুরুষের উপর ন্যস্ত। কিন্তু বিনোদনের ক্ষেত্রে নারীরা সে চাহিদা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সামাজিক কুসংস্কার, পারিবারিক ঐতিহ্য ও নিরাপত্তাহীনতার কারণ দেখিয়ে নারীকে এখনো গৃহ অভ্যন্তরে বন্দী থাকতে বাধ্য করা হচ্ছে। অথচ পুরুষ স্বাধীনভাবে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করছে।

এক জরীপে দেখা যায়, ৯৮ জন মাতা-পিতার মধ্যে ১২ জন মনে করেন মেয়েরা সুযোগ পায়, ১৪ জন মনে করেন উভয়ে সমান সুযোগ পায়। পক্ষান্তরে ৭২ জন মনে করেন ছেলেরাই আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যাওয়াসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চলাফেরায় সুযোগ বেশি পেয়ে থাকে। অন্য এক সমীক্ষায় দেখা যায়, ১২৮ জন ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ২৬ জন বলেছে যে, তারা আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যাওয়াসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চলাফেরায় ছেলেদের সমান সুযোগ পায়। আর ১০২ জন বলেছে যে, তারা ছেলেদের সমান সুযোগ পায় না। মেয়েদের চলাফেরায় বিধি-নিষেধের ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের অবস্থা আরও কঠোর। মেয়েরা যেখানে শহরে শতকরা ৭২.৫ ভাগ চলাফেরার সুযোগ কম পায়, সেখানে গ্রামে এ হার ৮৮.১ ভাগ।[১১]

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের সংবিধানের কোনো ধারা বা উপাধারায় নারী পুরুষের কোনো প্রকার বৈষম্য করা হয়নি। বিভিন্ন সময়ে সংবিধান ছাড়াও নারীর অধিকার রক্ষা ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ বিশেষ আইন প্রবর্তন করা হয়েছে। তারপরও বাংলাদেশের নারীসমাজ অবহেলিত ও মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত।

বাংলাদেশে বিদ্যমান নারীর মৌলিক অধিকার ও ইসলামী পর্যালোচনা

বর্তমান পাশ্চাত্য ধারার মৌলিক মানবাধিকারের সাথে ইসলাম ধর্মে বর্ণিত মানবাধিকারের পরিধি ও তাৎপর্যগত দিক দিয়ে পার্থক্য থাকলেও মানবাধিকার হিসেবে চিহ্নিত অধিকারসমূহ

---

[১০]. অন্য এক জরীপে দেখা যায়, 'ছেলে ও মেয়েকে কতটুকু লেখাপড়া করাতে চান?' এরূপ প্রশ্নের উত্তরে শতকরা ৯.৫% পিতামাতা মেয়েদের পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করাতে চান; যা ছেলেদের ক্ষেত্রে মাত্র ২.৪%। মেয়েদের দশম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করাতে চান শতকরা ৩৪.৫ ভাগ; যা ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১.৪%। মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দিতে চান শতকরা ৫৬.০ ভাগ পিতা-মাতা; আর ছেলেদেরকে উচ্চশিক্ষা দিতে চান শতকরা ৭৬.২ ভাগ পিতা-মাতা।
-আনোয়ার হোসেন, *মেয়েশিশু সামাজিক বৈষম্য ধরন ও প্রভাব*, পৃ. ৪৮-৪৯।

[১১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১-৫৫।

আজ থেকে ১৫শত বছর পূর্বে অধিকতর অর্থবহভাবে ইসলামে ঘোষিত হয়েছে। এছাড়াও মানুষের সামগ্রিক অস্তিত্ব রক্ষার পরিপূরক অসংখ্য অধিকার কুর'আন ও হাদীসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইসলাম সমাজের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। ইসলাম প্রদত্ত নারীর মৌলিক অধিকার নিম্নরূপঃ

১. খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের অধিকার

ইসলাম রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিককে স্বাধীনভাবে চলাচল ও বসবাসের অধিকার প্রদান করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ .

"তিনি তোমাদের জন্য সমগ্র পৃথিবীকে বাসযোগ্য করেছেন; যাতে তোমরা সেখানে ইচ্ছে মত বিচরণ করতে এবং তাঁর দেয়া জীবিকা উপভোগ করতে পার।"[১২]

ইসলামে পুরুষের মত নারীদের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে নারীদের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা ও নিরাপত্তা বিধান করার দায়িত্ব পুরুষের ওপর অর্পিত। ইসলামের বিধি মোতাবেক বিবাহের পূর্বে পিতা, বিবাহের পর স্বামী, এবং স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তানরা এ দায়িত্ব পালন করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ .

"তারা তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে; তারা কী ব্যয় করবে? বলে দাও, তোমরা যা কিছুই খরচ করবে, তা করবে পিতা-মাতার জন্য, নিকট আত্মীয়দের জন্য, ইয়াতীম, মিসকিন এবং সম্বলহীন পথিকদের জন্য।"[১৩]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "হে পুরুষেরা! মেয়েদের খাওয়া এবং পরার সুব্যবস্থা করার দায়িত্ব তোমাদের ওপর অর্পিত।"[১৪]

আবূ সা'ঈদ আল-খুদুরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি তিনটি কন্যাসন্তান বা তিনটি বোন অথবা দু'টি কন্যা লালন-পালন করে এবং তাদের ভাল স্বভাব-চরিত্র শিক্ষা দেয়, তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে এবং তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করে, তার জন্য জান্নাত নির্দিষ্ট রয়েছে।"[১৫]

---

[১২]. সূরা আল-মুল্ক, ৬৭: ১৫।

[১৩]. সূরা আল বাক্বারাহ, ২:২১৫।

[১৪]. মুসলিম হাজ্জাজ বিন মুসলিম, *আস-সহীহ*, (দেওবন্দ ঃ শিরকাত মুখতার, ১৯৮৬), অধ্যায় কিতাবুল হজ্জ, খ. ১, পৃ .৩৯৭।

[১৫]. আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে আল-আশআস আস- সিজিস্তানী, *আস-সুনান*, (রিয়াদঃ দারুস-সালাম, ২০০০), অধ্যায় আল আদাব, পৃ. ১৫৯৯।

আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি দু’টি কন্যা সন্তানের পূর্ণ বয়স্কা হওয়া পর্যন্ত ভরণ-পোষণ করবে কিয়ামতের দিন সে এবং আমি এক সাথে থাকব।”[১৬]

তবে সন্তানের ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে ইসলাম ছেলে এবং মেয়েকে সমান অধিকার দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে কোনভাবেই পুত্র সন্তানকে কন্যা সন্তানের উপর প্রাধান্য দেয়া যাবে না। এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত; রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যার কোন কন্যা আছে, আর সে যদি তাকে জীবিত দাফন না করে এবং তার তুলনায় পুত্র সন্তানকে অগ্রাধিকার না দেয় তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন।”[১৭]

উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে সন্তানদের (ছেলে-মেয়ে) মধ্যে সমতা রক্ষা করা কর্তব্য। আর এক্ষেত্রে সমতা রক্ষা না করলে ইসলামের সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা অমান্য করা হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা শাওকানী রহ. বলেছেন, “প্রকৃতপক্ষে সত্য কথা হচ্ছে এই যে, সন্তানদের মধ্যে দানের ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা কর্তব্য, আর কম-বেশী করা হারাম।”[১৮]

আর এ দায়িত্ব পালন না করা বা অবহেলা করা সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কারো ওপর বর্তাবে, সে যদি তা যথাযথভাবে পালন না করে তাহলে সে গোনাহগার হবে।”[১৯]

সুতরাং সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, নিজস্ব উপার্জন না করা পর্যন্ত তার ভরণ-পোষণ দান করা পরিবারের দায়িত্ব ও কর্তব্য। ইসলামে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ প্রদানের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে স্বামীর ওপর অর্পিত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ.

“সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা অনুসারে স্ত্রী পরিজনের জন্য ব্যয় করবে। আর যার আয় সীমিত সে আল্লাহর দেয়া সম্পদ অনুসারে খরচ করবে।”[২০]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

---

[১৬]. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *আস-সহীহ*, (রিয়াদঃ দারুস সালাম, ২০০০), অধ্যায় আল-বিররু ওয়াস সিলাহ, পৃ. ১১৩৬।

[১৭]. আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে আল-আশআস আস-সিজিস্তানী, *আস-সুনান*, অধ্যায় আল- আদাব, পৃ. ১৫৯৯।

[১৮]. মুহাম্মদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী, *নাইলুল আওতার*, (কায়রো : মুসতাফা আলবাবী আল-হালাভী, তা.বি.) খ. ৯, পৃ. ২২১।

[১৯]. ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে আল-আশআস আস- সিজিস্তানী, *আস-সুনান*, অধ্যায় আল- যাকাত, পৃ. ১৩৪৯।

[২০]. সূরা আত্ব তালাক, ৬৫:৭।

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

"সন্তানের পিতার দায়িত্ব হল স্ত্রীর খোরাক ও পোশাকের সুব্যবস্থা করা।"[২১]

এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "স্ত্রীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। কেননা আল্লাহর উপর ভরসা করেই তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছ। আর আল্লাহর কালেমা দ্বারাই তোমরা তাদের থেকে দাম্পত্য অধিকার লাভ করেছ। তোমাদের ওপর অধিকার হলো এই যে, তোমরা তাদের খোরাক ও পোশাকের সুবন্দোবস্ত করবে।"[২২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, "হে লোক সকল! তোমরা স্ত্রীদের সাথে ভাল ব্যবহার করার ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকবে। কেননা, তারা তো তোমাদের কর্তৃত্বাবদ্ধ । মনে রেখ, স্ত্রীদের ওপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে, তোমাদের ওপরও স্ত্রীদের ঠিক তেমন অধিকারই রয়েছে। সাবধান, তোমাদের ওপর তাদের অধিকার হলো এই যে, তোমরা তাদের জন্য খোরাক ও পোশাকের উত্তম ব্যবস্থা করবে।"[২৩]

স্ত্রীদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ.

"তোমরা সামর্থ্যানুযায়ী নিজেরা যেরূপ গৃহে বাস কর, স্ত্রীদের বসবাসের জন্যও তদ্রুপ গৃহের ব্যবস্থা করে দাও। তাদের কষ্ট দিয়ে জীবন সংকটাপন্ন কর না।"[২৪]

জনৈক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের ওপর স্ত্রীদের অধিকার কী? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি যখন খাও, তখন তাকেও খেতে দিবে, আর তুমি যখন কাপড় পরিধান কর, তখন তাকেও কাপড় পরিধান করতে দিবে।"[২৫]

পিতা-মাতা যখন বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয় এবং উপার্জন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে তখন তাদের মৌলিক অধিকার পুরণ করার দায়িত্ব সন্তানের। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.

---

২১. সূরা আল বাক্বারাহ, ২: ২৩৩।

২২. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *আস-সহীহ*, অধ্যায় কিতাবুল হজ্জ, পৃ. ৩৯৭।

২৩. তিরমিযী, *আস সুনান*, অধ্যায় আবওয়াবুর রিদা, খ. ১, পৃ. ২২০।

২৪. সূরা আত্ব তালাক, ৬৫: ৬।

২৫. আবূ দাউদ, *আস সুনান*, খ. ২, পৃ. ২৪৪।

"তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বল না এবং তাদেরকে ধমক দিও না তাদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বল। তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল, হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।"[২৬]

হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ রসুল! আমার কাছে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অগ্রাধিকারী কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে জিজ্ঞেস করলো, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, তারপর কে? তিনি বললেন, তারপর তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা।"[২৭]

মোটকথা, সন্তান ছেলে হোক মেয়ে হোক উভয়ের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব পিতা-মাতার। আর স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর। স্ত্রী যদি নিজে উপার্জন করে তারপরও সে স্বামীর কাছ থেকে ভরণ-পোষণ পাওয়ার অধিকারী। আর পিতা-মাতা বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হলে তাদের ভরণ-পোষণ প্রদানের দায়িত্ব সন্তানের। অতএব নারী হিসেবে মাতা, কন্যা, স্ত্রী, অবিবাহিত বোন সকলেরই দেখাশোনা করা পুরুষের দায়িত্ব।

২. শিক্ষালাভের অধিকার

ইসলামে পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও জ্ঞান অর্জনের তাকিদ দেয়া হয়েছে। হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয বা অপরিহার্য।"[২৮]

এ হাদীসে জ্ঞান অর্জনকে ফরয বলা হয়েছে, এতে নারী ও পুরুষ সবাই অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম স্বাধীন নারী-পুরুষকে জ্ঞানার্জন করার নির্দেশ দিয়েছে; এমনকি যারা ক্রীতদাসী তারাও যেন জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত না হয় সে জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরস্কার ঘোষণা করে বলেছেন, "যার নিকট কোন দাসী আছে এবং সে তাকে ভালভাবে বিদ্যা, ভদ্রতা ও শালীনতা শিক্ষা দেয় অতঃপর তাকে স্বাধীন করে দেয় এবং তাকে বিবাহ দেয়, তার জন্য দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে।"[২৯]

---

[২৬]. সূরা বনী ইসরাইল, ১৭: ২৩-২৪।

[২৭]. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, *আস সহীহ*, অধ্যায় শিষ্টাচার, খন্ড ১৩, পৃ. ৪; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, খ. ৮, পৃ. ২।

[২৮]. ইব্ন মাজাহ, *আস সুনান*, খ. ১, পৃ. ৮১।

[২৯]. সাইয়্যেদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, অনুবাদঃ মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯১), পৃঃ ৯৮।

এই হাদীস দ্বারা যেখানে দাসীদেরকে উত্তমরূপে লেখাপড়া ও শিষ্টাচার শেখানোর জন্য মুসলিম মনিবদের তাকীদ প্রদান করা হয়েছে, সে ক্ষেত্রে তাদের নিজ কন্যাদের ব্যাপারে এটা যে অধিকতর প্রযোজ্য তা খুবই স্পষ্ট।

ইসলামে শিক্ষালাভ করার জন্য নারীকে শুধু অনুমতিই দেয়া হয়নি ; বরং পুরুষের মত নারীর শিক্ষালাভ করাকে অধিক প্রয়োজনীয় মনে করা হয়েছে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, জ্ঞানী হিসেবে পরিচিত হযরত আয়েশা রা. এবং অন্যান্য উচ্চশিক্ষিতা নারীরা শুধু নারীদের নয় বরং অনেক পুরুষেরও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। শিক্ষালাভ করার জন্য নারীদেরকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু হাদীসে তাকিদ দিয়েছেন। সন্তানরা যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তা'লীম গ্রহণ করতেন, তেমনি নারীরাও তালিম গ্রহণ করতেন। মহিলাদের শিক্ষালাভের জন্য সময় নির্ধারিত ছিল, সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের শিক্ষা দিতেন।

মোটকথা, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে জ্ঞানান্বেষণের জন্য নারীদের মনে গভীর আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। তাই তারা ইসলামের বিধি বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকত। জ্ঞান আহরণের পথে কোন প্রতিবন্ধকতা তাদেরকে নিরাশ করতে পারত না। বিশিষ্ট ইসলামী আইনবিদগণও নারী শিক্ষার অধিকারের ব্যাপারে তাদের মতামত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরকেও জ্ঞান অর্জনে উৎসাহিত করেছে। বিদ্যাশিক্ষা ও অজানাকে জানার সেই অদম্য স্পৃহা নিয়েই শুরু হয়েছিল ইসলামের জয়যাত্রা এবং এ যাত্রা পথে অংশ নিয়েছেন অসংখ্য মহিলা সাহাবী, যারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন।

৩. চিকিৎসা লাভের অধিকার

আধুনিক যুগে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসার না থাকলেও নারীরা রোগ-ব্যধিতে পুরুষের মত সমান চিকিৎসা-লাভ করত। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়ে নারীরা ঝাঁড়-ফুঁকের মাধ্যমে রোগীদের চিকিৎসা করতেন।[৩০]

উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর (উম্মে সালামার) ঘরে একজন দাসী দেখলেন যার চেহারা রোদে পোড়ার মত ছিল। তিনি বললেন, তাকে ঝাঁড়-ফুঁকের ব্যবস্থা কর। কারণ সে বদ নজরের শিকার হয়েছে।[৩১]

---

[৩০]. আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ, *রসুলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা*, অনুবাদঃ মাওলানা মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, খ. ২, পৃ. ৩৭২।

[৩১]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, *আস সহীহ*, অধ্যায় চিকিৎসা, খ. ১২, পৃ. ৩১১; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *আস সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় সালাম, খ. ৭, পৃ. ১৮।

সুতরাং ইসলামে নারীর রোগ-ব্যধি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য চিকিৎসা লাভের অধিকার যেমন রয়েছে তেমনি নারীর চিকিৎসক হওয়ার অধিকারও ইসলাম কর্তৃক স্বীকৃত।

৪. বিনোদন লাভের অধিকার

ইসলাম পুরুষের মত নারীদেরকেও চিত্ত-বিনোদনের অধিকার দিয়েছে। মদীনায় ঈদের দিনটিতে সব স্থানে উৎসবের আমেজ পরিলক্ষিত হতো। সাহাবীরা কিভাবে ঈদের দিন আনন্দ করে তা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবগত করা হত। তারা চাইত তাদের আনন্দ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও অবগত হন, আর এটি তারা করত রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরী'আতসম্মতভাবে পালনকৃত তাদের কোনো আনন্দ-বিনোদনে বাঁধা দিতেন না।

বয়স্ক ও সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিদের জন্য তাদের বয়স ও সামাজিক সম্মানের দিকে দৃষ্টি রেখে মানানসই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া উচিত। আর যেসব ছেলে-মেয়েদের বয়স কম তারা স্বভাবগতভাবেই উচ্ছৃংখল খেল-তামাশার দিকে ধাবিত হতে পারে, তাই তাদেরকে উচ্ছৃংখলতা থেকে বিরত রাখার উপায় হিসেবে শরীয়তের সীমার ভিতর থেকে খেলা-ধুলা ও আনন্দ-বিনোদনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ঈদের দিন স্ত্রীর প্রতি সদয় আচরণ ও তার আনন্দ- বিনোদনের দিকেও দৃষ্টি দেয়ার তাকিদ দেয়া হয়েছে। কেননা নারীজাতিকে আল্লাহ তা'আলা অনেক কোমল স্বভাব দান করেছেন। স্বামীগণ স্ত্রীদের আর পিতা-মাতাগণ সন্তানের মনোবাসনা পূরণের ব্যাপারে যদি এগিয়ে না আসে তাহলে স্ত্রী ও সন্তানদের মনে এর একটা বিরূপ প্রভাব পড়ে। যা তাকে মানসিক ও সামাজিকভাবে বিপর্যস্ত করে ফেলে। তাই ঈদের দিনসহ অন্যান্য দিনগুলোতে একা আনন্দ-বিনোদন উপভোগ না করে স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে নিয়ে একত্রে আনন্দ উপভোগ করা উচিত।

প্রস্তাবনা

ইসলামে মানুষ হিসেবে পুরুষের মত নারীরও খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও বিনোদনের চাহিদা ও অধিকার সমভাবে রয়েছে। কিন্তু অজ্ঞতা, কুসংস্কার, পারিবারিক প্রথা, পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যহীনতা এবং অসহযোগীতার কারণে নারী তার যথাযথ চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। তাই নারীর মৌলিক মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য কতিপয় প্রস্তাব পেশ করা হলো:

- পুরুষ নারীর অভিভাবক। তাই প্রতিটি পুরুষের উচিত তার তত্ত্বাবধানে অবস্থানরত নারীদের খাদ্য, বস্ত্র বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা।
- ব্যক্তিগতভাবে কোন পুরুষ যদি তার তত্ত্বাবধানে থাকা নারীর প্রতি যথাযথ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অনীহা প্রকাশ করে বা ব্যর্থ হয়, তাহলে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দায়িত্ব উক্ত ব্যক্তিকে সচেতন করা এবং সহযোগীতা করা।

- নারী সমাজের সদস্য। তাই সমাজের যে সব নারী অভিভাবকহীন তাদের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে সমাজের নেতৃস্থানীয় বা রাষ্ট্রীয়ভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।
- সর্বোপরি যে নারীর অভিভাবকত্ব গ্রহণ করার মত কেউ থাকে না, তার দায়িত্ব গ্রহণ এবং তার যথাযথ ভরণপোষণ প্রদানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, নারী পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী নয় বরং একে অপরের সহযোগী। তাই নারীকেও মর্যাদা ও সম্মান প্রদান করা পুরুষের দায়িত্ব। তাদের মৌলিক মানবাধিকার সংরক্ষণ করা পুরুষের কর্তব্য। এই কর্তব্য আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। প্রত্যেক পুরুষ যদি তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে তাহলে সমাজ থেকে নারী নির্যাতন বিদূরিত হবে, নারী সম্মান, মর্যাদা ও নিরাপদভাবে বসবাস করতে পারবে। নির্যাতিত, অবহেলিত, মর্যাদা ও অধিকার বঞ্চিত নারী জাতিকে একমাত্র ইসলামই পূর্ণ সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার দান করেছে। ইসলাম কন্যা, স্ত্রী, মা, সহোদরা, গৃহকর্ত্রী এবং সমাজসদস্য হিসেবে তাদের সম্মানের আসনে সমাসীন করেছে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাদের ন্যায্য অধিকার নির্ধারিত করে দিয়েছে, শিক্ষা-দীক্ষায় তাদের সমঅধিকার সুনিশ্চিত করেছে, নর-নারীর সম্পর্ক, সমতা এবং পার্থক্য বিশ্লেষণ করে পরিবার ও সমাজের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই আমাদের সকলের কর্তব্য নারী নির্যাতন বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে নারীর মৌলিক চাহিদা ও অধিকার পূরণে সচেষ্ট হওয়া এবং নারীর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় বাংলাদেশ সংবিধান ও ইসলামী দিকনির্দেশনা অনুসরণ করা।